কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 31 MAR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 2 ......

এইচএসসি কাল শুরু

নিবন্ধন করেও পরীক্ষায় নেই ২ লাখ শিক্ষার্থী

আজিজুল পারভেজ ▶

বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের হরতাল-অবরোধের (ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহর হরতালের আওতামুক্ত) মধ্যেই আগামীকাল বুধবার শুরু হচ্ছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। এবার ১০ শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষার্থী ১০ লাখ ৭৩ হাজার ৮৮৪ জন। গেল বছরের চেয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়লেও পরীক্ষার্থী কমেছে ৬৭ হাজার ৪৯০ জন। পরীক্ষার জন্য নিবন্ধন করেও পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারার কারণে দুই বছরের ব্যবধানে ঝরে পড়েছে দুই লাখ ১০ হাজার ২৯৩ জন শিক্ষার্থী।

প্রায় তিন মাস ধরে চলা অবরোধ-হরতালের কারণে এসএসসির কোনো পরীক্ষা নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী হতে পারেনি। সব পরীক্ষাই সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অর্থাৎ শুক্র ও শনিবার নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এইচএসসি

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

নিবন্ধন করেও পরীক্ষা

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষা নির্ধারিত সূচি অনুযায়ীই নেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

তিনি বলেছেন, 'বাধা-বিপত্তি যাই আসুক না কেন, ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী ১ এপ্রিল থেকেই এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হবে। হরতাল-অবরোধের কারণে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে এর দায়-দায়িত্ব যারা পেট্রলবোমা মারছে, মানুষ হত্যা করছে, তাদেরকেই নিতে হবে।'

গত বছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১১ লাখ ৪১ হাজার ৩৭৪ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। এই হিসাবে এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ৬৭ হাজার ৪৯০ জন। এ বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রীর নজরে আনা হলে তিনি এই সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে কমেছে কি না তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ২০১৩ সালে এইচএসসিতে পাসের হার কম ছিল। ফলে ২০১৪ সালে এসে অনেক অনিয়মিত শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এ কারণে গত বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি ছিল। সে হিসেবে এবার কম মনে হচ্ছে। তার পরও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে কি না, কমলে কারণ কী তা খুঁজে বের করা হবে।

১০ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবার যে ১০ লাখ ৭৩ হাজার ৮৮৪ জন শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে তার মধ্যে নিয়মিত পরীক্ষার্থী আট লাখ ৬০ হাজার ৯৯৯ জন। অথচ এবার পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছিল ১০ লাখ ৭১ হাজার ২৯২ জন। সে হিসাবে পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার আগেই ঝরে পড়েছে দুই লাখ ১০ হাজার ২৯৩ জন শিক্ষার্থী। গত বছর ঝরে পড়েছিল দুই লাখ ৯ হাজার ৯১৩ জন শিক্ষার্থী। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করা আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ ব্যাপারে আমরা মনোযোগ দিচ্ছি। অনেক প্রতিষ্ঠান ১০০ ভাগ পাস দেখানোর জন্য একটু দুর্বল শিক্ষার্থীদের আটকে দেয়। এ কারণে এসএসসি পরীক্ষার আগে নবম শ্রেণিতে এবং এইচএসসি পরীক্ষার আগে একাদশ শ্রেণিতে যারা রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) করে তাদের মধ্য থেকে কতজন পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে তা খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কী কারণে নিবন্ধিত শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিল না তা প্রতিষ্ঠানকে জানতে হবে।'

উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে গত ১ মার্চ এ বিষয়ে একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ক্লাসে যাদের ৭০ শতাংশ উপস্থিতি থাকবে তাদের নির্বাচনী পরীক্ষায় বাদ দেওয়া যাবে না; এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে দিতে হবে।

গতকাল সোমবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, এবার দুই হাজার ৪১৯টি কেন্দ্রে আট হাজার ৩০৫টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেবে। গতবারের চেয়ে এবার ২০১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ৬৭টি পরীক্ষাকেন্দ্র বেড়েছে।

সূচি অনুযায়ী, আগামী ১ এপ্রিল থেকে ১১ জুন পর্যন্ত এইচএসসি ও সমমানের তত্ত্বীয় বিষয়ের পরীক্ষা হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষা হবে ১৩ জুন থেকে ২২ জুন।

এবার এইচএসসিতে আটটি সাধারণ বোর্ডের অধীনে আট লাখ ৮৬ হাজার ৯৩৩ জন, মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে আলিমে ৮৪ হাজার ৩৬০ জন, কারিগরি বোর্ডের অধীনে এইচএসসি বিএম/ভোকেশনালে ৯৮ হাজার ২৪৭ জন এবং ডিআইবিএসে চার হাজার ৩৪৪ জন পরীক্ষা দেবে। সর্বমোট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এবার পাঁচ লাখ ৭০ হাজার ৯৯৩ জন ছাত্র এবং পাঁচ লাখ দুই হাজার ৮৯১ জন ছাত্রী। এবার বিদেশে সাতটি কেন্দ্রে ২৪১ জন শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে।

এবার ১৩টি বিষয়ের ২৫টি পত্রে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এইচএসসিতে ২০১২ সালে বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্নে হয়। এবারও প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীরা বাড়তি ২০ মিনিট সময় পাবে।

মন্ত্রী জানান, রুটিনের ২৬, ২৭ ও ২৮ এপ্রিলের পরীক্ষা ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের কারণে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পরীক্ষাগুলোর তারিখ পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আসলে কোনো হরতাল-অবরোধ হচ্ছে না। পরীক্ষা না নিলে ছেলেমেয়েদের এক বছর নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া, এসএসসি পরীক্ষায় যারা অংশ নেয় তারা ছিল শিশু। তাদের নিরাপত্তার দিকে নজর দিতে হয়েছে। আর এইচএসসি পরীক্ষায় যারা অংশ নিচ্ছে তারা অনেকটা পরিণত বয়সী যুবক। আশা করি কোনো সমস্যা হবে না।'

পরীক্ষার মধ্যে হরতাল-অবরোধের কর্মসূচি না রাখতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আবারও আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, যদি ক্রিকেট খেলার কারণে, সিটি নির্বাচনের কারণে কর্মসূচিতে বিরতি দিতে পারেন তাহলে পরীক্ষার কারণে বিরতি দিতে অসুবিধা কোথায়।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'পরীক্ষা চলাকালে কোচিং সেন্টারগুলো নজরদারির মধ্যে থাকবে। আর পরীক্ষার সময় কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী ফটোকপির দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনোভাবেই দুষ্টচক্রকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বা ফেসবুকে প্রশ্নপত্রে নামে সাজেশন প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হবে না। আমাদের সব এজেন্সি তৎপর থাকবে, ধরতে পারলে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।'

নিয়ন্ত্রণ কক্ষ : পরীক্ষা উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়েছে। এ কক্ষ থেকে সার্বক্ষণিকভাবে সারা দেশের পরীক্ষা তদারকি করা হবে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ফোন নম্বর ৯৫৪৯৩৯৬। মোবাইল নম্বর-০১৭৭৭-৭০৭৭০৫, ০১৭৭৭-৭০৭৭০৬।